শব্দের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ ১৪

অর্থ আছে এমন ধ্বনিকে শব্দ বলে। যে শব্দের মাধ্যমে কোন অর্থ প্রকাশ পায় না তা ব্যাকরণে শব্দ বলে গ্রাহ্য নয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, কোনও বিশেষ সমাজের নরনারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থযুক্ত ধ্বনি হচ্ছে সেই সমাজের নরনারীর ভাষার শব্দ।

শব্দের ভাণ্ডারের ওপর ভাষার বিকাশ ঘটেছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের শ্রেণীবিভাগ করতে গেলে দু দিক থেকে এর শ্রেণী নির্ণয় করা যায়। একটি হল শব্দের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ এবং অপরটি হল শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ।

শব্দের গঠনমূলক শ্রেণী বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, দীর্ঘদিন ধরে নানা উপায়ে শব্দ গঠিত হয়েছে। গঠনের দিক থেকে বিচার করে বাংলা শব্দকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ ১. মৌলিক শব্দ ২. সাধিত শব্দ।

মৌলিক শব্দ

অবিভাজ্য স্পষ্ট অর্থযুক্ত শব্দকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন ঃ হাত, পা, চাঁদ, ঘোড়া ইত্যাদি। ভাষায় ব্যবহৃত এসব শব্দ বিশ্লেষণ করলে ভাঙা যায় না, কখনও ভেঙে দেখানোর চেষ্টা করলে তার ভাঙা বা বিশ্লিষ্ট অংশের কোন অর্থ হয় না। এ ধরনের শব্দই মৌলিক শব্দ। মৌলিক শব্দের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং এগুলো অবিভাজ্য। এসব শব্দ ব্যুৎপত্তি বা সমাস বা প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন নয়। মৌলিক শব্দের কয়েকটি নিদর্শন ঃ মা, ভাই, উট, সাপ, নাক, রং ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ

ভাষার যে সব শব্দকে ভাঙা যায় এবং ভাঙা অংশের অর্থ থাকে তাকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন ঃ পাঠক (পঠ্ + অক), দেশান্তর (অন্য দেশ), সাংবাদিক (সংবাদ + ইক) ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ সার্থকভাবে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায়। তার ভাঙা অংশও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। এই বিভাজ্য শব্দই সাধিত শব্দ। সাধিত শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগে গঠিত হতে পারে, আবার সমাসের সাহায্যেও গঠিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিবেচনা করে সাধিত শব্দকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ ১. প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ এবং ২. সমাসবদ্ধ শব্দ।

প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ ঃ যেসব শব্দ ভেঙে দুটি অংশ পাওয়া যায়—একটি অংশ ধাতু বা নামশব্দ এবং অপরটি প্রত্যয়—তাকে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বলে। যেমন ঃ √ গম্ + অন = গমন ; কর্তা + গিরি = কর্তাগিরি ; পড়্ + ওয়া = পড়ুয়া ; বর্ষ + ইক = বার্ষিক ইত্যাদি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ। প্রত্যয় দু ধরনের—কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয় জাত শব্দের নাম কৃদন্ত শব্দ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়জাত শব্দের নাম তদ্ধিদান্ত শব্দ। কৃদন্ত ও তদ্ধিদান্ত—এই দুই জাতের শব্দই প্রত্যয় নিষ্পন্ন সাধিত শব্দ।

সমাসবদ্ধ শব্দ ঃ সমাসের সাহায্যে যেসব শব্দ গঠিত হয় সেগুলোকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। যেমন ঃ দম্পতি (জায়া ও পতি), মনোযোগী (মনোযোগ আছে যার) ইত্যাদি।

এ ধরনের শব্দ বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে একাধিক মৌলিক বা সাধিত শব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দুই বা তার বেশি মৌলিক বা সাধিত শব্দের যোগে এসব শব্দ গঠিত হয়। এই ধরনের সমাসবদ্ধ শব্দ সাধিত শব্দ হিসেবে বিবেচ্য।

গায়ে হলুদ, ফুলকুমারী, গ্রামান্তর, বিষাদসিন্ধু, চোখের বালি, অগ্নিবীণা ইত্যাদি সমাসবদ্ধ শব্দের নিদর্শন। বাংলা শব্দ গঠনে এ ধরনের সাধিত শব্দের বিশেষ অবদান রয়েছে।

অনুশীলনী

১। শব্দের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ কর এবং প্রত্যেক প্রকার শব্দের উদাহরণ দাও।

২। গঠন হিসেবে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেক প্রকারের দুটি করে উদাহরণ দাও।

৩। মৌলিক শব্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কি ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৪। সাধিত শব্দ গঠনের উপাদানগুলো কি ? কিভাবে এদের দ্বারা শব্দ গঠন করা যায় ?

৫। কি কি উপায়ে বাংলা শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লেখ।

৬। উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও ঃ

মৌলিক শব্দ, সাধিত শব্দ, প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ, সমাসবদ্ধ শব্দ।